লক্ষীর আরাধনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ অক্টোবর ঃ করোনার থাবা শতাব্দী প্রাচীন মালদা শহরের কোঠাবাড়ি চুনিয়াপাড়ার লক্ষী পুজোয়। এবছর প্রাচুর্য কমেছে পুজোর। নেই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন। পাঁচ দিনের পরিবর্তে মেলা বসেছে একদিনের। উল্লেখ্য ইংরেজবাজার পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কোঠাবাড়ি চুনিয়াপাড়ায় প্রায় ১০০ বছর ধরে হয়ে আসছে জেলার সর্ববৃহৎ লক্ষ্মীপুজো। এখানে লক্ষীর সাথে কার্তিক, গণেশ, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব এবং রাম-লক্ষণ পূজিত হয়ে থাকেন। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়। প্রাচীন সেই রীতি-রেওয়াজ মেনে আজও হয়ে আসে জেলার সর্ববৃহৎ এই লক্ষী পুজো। পুজো উপলক্ষে পাঁচদিন মেলা বসে। বিসর্জনের দিন নৌকায় করে দেবী লক্ষীকে পুরাতন মালদার সদরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এই উপলক্ষে মেলা বসে। এরপর আবার কোঠাবাড়িতে নিয়ে আসা হয় মাকে। এরপর মহানন্দা নদীতে মায়ের বিসর্জন পর্ব করা হয়। এই বিষয়ে ওই পরিবারের সদস্য বিশ্বনাথ রায় জানান, স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু হয়েছিল। প্রাচীন সেই পরম্পরা মেনেই আজও পূজিতা হয়ে থাকেন জেলার সর্ববৃহৎ এই লক্ষী প্রতিমা। তবে এ বছর করোণা সংক্রমণের জেরে কিছুটা হলেও প্রাচুর্য কমেছে। অন্যদিকে এই বিষয়ে প্রতিমা শিল্পী জ্যোতির্ময় পাল জানান, পূর্বপুরুষ অনুযায়ী এই প্রতিমা বানিয়ে আসছেন তারা। এর আগে তার বাবা প্রতিমা বানাতেন। এই পূজার মাহাত্ম্য লক্ষীর সাথে অন্যান্য দেবদেবী পূজিত হন।

প্রৌঢ়ের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ অক্টোবর ঃ প্রৌঢ়ের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুধন মণ্ডল। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার মিয়াঁপুরের খুড়িপাড়ায়। বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার কানুপুরের ক্যানেল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি চলতি মাসের ২৭ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন। এদিন সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের ছেলে, পিন্টু মণ্ডল বলেন, বাবার মৃগী রোগ ছিল। আমাদের ধারণা কোনওভাবে বাবা ওই ক্যানেলের জলে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেননি। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ।

শিশু মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে উত্তাল মহকুমা হাসপাতাল

FEMALE WARD

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর ঃ বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ উঠল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। মৃত শিশুর নাম আরিফ হক। তার বয়স ৫ মাস ৫ দিন। শিশুটির বাড়ি তুফানগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাটাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবত্র চারালজানি এলাকায়। শিশুটির বাবা মনিরুল হকের অভিযোগ, কয়েকদিন ধরে তাঁর একমাত্র শিশু পেটের রোগে ভুগছিল। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁর ছেলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে এক চিকিৎসকের কাছে প্রাইভেটে চিকিৎসা করান। ভোর ৪টা ৩০ নাগাদ শিশুটির অবস্থা খারাপ হওয়ায় তিনি শিশুটিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভর্তি করান। মনিরুল সাহেবের অভিযোগ, তাঁর সন্তান হাসপাতালে ভর্তি হলেও সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক কেউ চিকিৎসা পরিষেবা ভালোভাবে দেন নি। এরফলে তাঁর সন্তানের সকাল ৭টা ৫০ নাগাদ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। মনিরুল সাহেবের অভিযোগ, তাঁর সন্তান চিকিৎসাধীন থাকাকালীন বার বার কর্তব্যরত নার্সকে স্যালাইন দেওয়ার দাবী জানালেও, তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ওআরএস দেওয়া হয়েছিল। চিকিৎসক এসে তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেননি। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃত শিশুর আত্মীয়-পরিজনেরা হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমান ও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পৌঁছায়। এদিকে প্রায় তিন ঘন্টা পরেও মৃতদেহ দিতে দেরি করায় পুলিশের সামনেই মৃতের আত্মীয়রা জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুপ্রিয় রায়কে হেনস্থার চেষ্টা করে। এদিকে মৃতের আত্মীয়-পরিজনদের হাতে দেহ সকাল এগারোটা নাগাদ তুলে দেওয়া হয়। দেহ নিয়ে মৃতের আত্মীয়রা তুফানগঞ্জ থানায় পৌঁছান। তবে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ আধিকারিকেরা মৃতদেহের শেষকৃত্য করে আসতে বললে মৃতের আত্মীয়রা বাড়ি চলে যান। মৃতের মামা সহিদুল হক বলেন, বিনা চিকিৎসায় শিশু মৃত্যুর বিষয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার মৃনাল কান্তি অধিকারী বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের আত্মীয়দের সাথে কথা বলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তুফানগঞ্জ থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত ঘটনা মৌখিকভাবে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

WELCOME TAPAS RANJAN BAGCHI , HOWRAH
RESIDENTIAL QUARTER
SAFETY
GRIEVANCE
HISTORY

কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানে এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন। বুধবার হাওড়া ডিভিশন চালু করল 'ই-জিআইআরপি' পোর্টাল। যা কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও অভিযোগের সমাধান করবে ও সহায়তা প্রদান করবে। এই ডিভিশনের সমস্ত কর্মচারীরা নিজেদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নাম্বার দিয়ে রেজিস্টার করাতে পারবেন এই পোর্টালে। এই সফটওয়ারের মাধ্যমে এসএমএস প্রদান করে সমস্ত বিষয় পরিচালনা করা হবে। যার সমস্ত অভিযোগ বা সমস্যা এবং তার সমাধান বিষয়ে কর্মচারীরা খুব সহজেই জানতে পারবেন। -নিজস্ব চিত্র।

ফার্ম হাউসে ভাঙচুর কাণ্ডে গ্রেফতার দুই

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর ঃ তোলাবাজির টাকা না পেয়ে ফার্ম হাউসে ভাঙচুরের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল মেটেলি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে, বুধবার মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্তি নদীর ধারের একটি ফার্ম হাউসে স্থানীয় কিছু যুবক তোলাবাজির টাকা চাইতে যায়। ফার্ম মালিক তা দিতে অস্বীকার করায় তাঁরা ফার্মের তিনটি টাওয়ার ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। ফার্ম মালিক শেখ জিয়াউল রহমান গতকালই মেটেলি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এদিন ওই ফার্ম হাউসে যায় রিসোর্ট মালিকদের সংগঠন গরুমারা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েসনের কর্মকর্তারা। তাঁরা গিয়ে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। আসেন মেটেলি থানার ওসি মুরারী মোহন সাহা সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। পুলিশ এদিন ভাঙচুরের এলাকায় গিয়ে যাবতীয় বিষয়ে তদন্ত করেন। মেটেলি থানা সূত্রে জানা যায়, ঘটনায় দুই জনকে গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। এদিন ওই ফার্ম হাউসে যান সংগঠনের সভাপতি তজমল হক, সম্পাদক পরিমল রাউত, সহ সভাপতি দেব কুমার মিশ্র প্রমুখ। তারা গিয়ে এলাকার জনগণের সাথে দীর্ঘদিন বৈঠক করেন। বৈঠকে এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক পরিমল রাউত বলেন, 'ঘটনা খুবেই নিন্দনীয়। এই ধরণের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্য সকলের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।' পর্যটকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'এটি একটি বিছিন্ন ঘটনা। পর্যটকরা নিচিন্তে এখানে আসতে পারেন।'

বহিষ্কৃত প্রধানের বাড়িতে উদ্ধার বোমা

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ২৯ অক্টোবর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের কেন্দামারি জলপাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ি থেকে উদ্ধার দু'টি তাজা বোমা। এদিন সকালে বোমা দু'টি দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ খবর পেয়ে বোমা দু'টিকে উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করা হয়। পঞ্চায়েত প্রধান মনসুরা বিবিকে আমফান দুর্নীতির অভিযোগে আগেই তৃণমূল থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। কে বা কারা গাড়ির নিচে বোমা রেখে গিয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে, বোমা উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। জমায়েত হন এলাকার তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। আমফান অনুদান বিতরণে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অভিযোগ ছিল মনসুরা বিবি ও তাঁর স্বামী সেখ সাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে। তাই জলপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের এই প্রধাকে বহিস্কার করে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, এরপর থেকেই বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হন সাহাবুদ্দিন অনুগামী তৃণমূল কর্মীরা। যদিও সাহাবুদ্দিন ও তাঁর অনুগামীরা এখনও তৃণমূলের দলীয় পতাকা নিয়ে এলাকায় রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। সাহাবুদ্দিনের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে টক্কর দিতে না পেরে ক্রমাগত তৃণমূলের একাংশ আক্রমণ চালাচ্ছে। তাই মেরে ফেলার চক্রান্ত করে গাড়ির নিচে বোমা রেখে গিয়েছে তারা। বলেন, ২১ তারিখের পর আমার উপর দলের একাংশ ক্রমাগত চাপ বাড়াচ্ছিল। এলাকায় আমার অনুগামীদের ও আমাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করছিলেন। পুলিশকে জানিয়েছি। তদন্ত করছে তারা। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কমিটির চেয়ারম্যান মেঘনাথ পাল। তিনি জানান, ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। পুলিশ তদন্ত করছে। প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাবে। বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি প্রলয় পালের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল এখন থেকেই এলাকায় বোমা ও বন্দুক মজুত করা শুরু করেছে। প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়েই করছে। তাই বোমা উদ্ধার হলেও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। এভাবে চলতে থাকলে নন্দীগ্রাম আর একটা খাগড়াগড়ে পরিণত হবে। দায়ী থাকবে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রশাসন। নন্দীগ্রাম থানার ওসি অজিত কুমার ঝা জানিয়েছেন, খবর পেয়ে বোমা দু'টিকে ইতিমধ্যে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নিশীথ-মিহির সৌজন্য সাক্ষাতে রাজনৈতিক জল্পনা

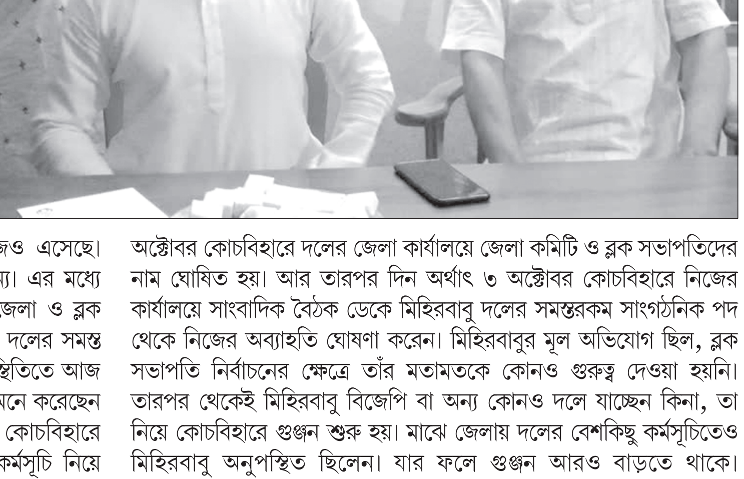

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর ঃ কোচবিহারের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল বিধায়ক মিহির গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামানিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর তেতুলতলা এলাকার বাড়ি গিয়ে দেখা করেন তিনি। দু'জনের মধ্যে ঘণ্টাখানেক ধরে আলোচনা হয়। যদিও দুই নেতাই বলছেন, বিজয়ার পর এটি সৌজন্য সাক্ষাৎ। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। সাক্ষাতের পর বিজেপি সাংসদ বলেন, বিধায়কের থেকেও বড় বিষয় আমি ওনাকে আমার নিজের দাদার মতো দেখি। আমার অভিভাবকের মতো দেখি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে পারে। বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা আমরা প্রত্যেকেই জানাই। সেই একইভাবে আজ মিহির গোস্বামীকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। একই কথা বলছেন তৃণমূল বিধায়ক মিহির গোস্বামীও। তিনি বলেন, নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। সেও একসময় আমাদের সঙ্গে একই রাজনীতি করত। অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে কাজ করত। আগেও আমার কাছে আসত। আজও এসেছে। শুধুমাত্র বাঙালির ঐতিহ্য বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য। এর মধ্যে অন্যকিছু খোঁজার কোনও কারণ নেই। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা ও ব্লক কমিটি ঘোষণার পর জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন বিধায়ক মিহির গোস্বামী। এই পরিস্থিতিতে আজ বিজেপি সাংসদের সঙ্গে তাঁর এই সাক্ষাৎ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। উল্লেখ্য, পার্থপ্রতিম রায় কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকেই তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে দলীয় বিধায়কদের একটি অংশের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় দলের ব্লক সভাপতি ও জেলা কমিটি গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়। ব্লক সভাপতি কারা হবেন এবং জেলা কমিটিতে কারা থাকবেন, এনিয়েও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দলীয় বিধায়কদের একটি অংশের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ২ অক্টোবর কোচবিহারে দলের জেলা কার্যালয়ে জেলা কমিটি ও ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষিত হয়। আর তারপর দিন অর্থাৎ ৩ অক্টোবর কোচবিহারে নিজের কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মিহিরবাবু দলের সমস্তরকম সাংগঠনিক পদ থেকে নিজের অব্যাহতি ঘোষণা করেন। মিহিরবাবুর মূল অভিযোগ ছিল, ব্লক সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তারপর থেকেই মিহিরবাবু বিজেপি বা অন্য কোনও দলে যাচ্ছেন কিনা, তা নিয়ে কোচবিহারে গুঞ্জন শুরু হয়। মাঝে জেলায় দলের বেশকিছু কর্মসূচিতেও মিহিরবাবু অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে গুঞ্জন আরও বাড়তে থাকে। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কোচবিহারের বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক মিহিরবাবুর বাড়িতে যান। সেখানে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় ধরে মিহিরবাবুর সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন নিশীথবাবু। আর এতেই মিহিরবাবু বিজেপিতে যাচ্ছেন কিনা, সেবিষয়ে গুঞ্জন আরও বেড়েছে কোচবিহারে।

করোনার থাবায় হতাশ প্রতিমা বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৯ অক্টোবর ঃ আজ কোজাগরী লক্ষীপুজো। প্রতিবছরের মতো এবছরও শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছাঁচের প্রতিমা বিক্রি করতে মৃৎশিল্পীরা হাজির হলেও ক্রেতাদের দেখা মিলছে না। মাঝেমধ্যে দু'একজনের দেখা মিললেও দরদাম করে ফিরে যাচ্ছেন। আবার অনেকে কম দামেই দিয়ে দিতে হচ্ছে। উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় হতাশ শিল্পীরা। করোনার কারণে আর্থিক মন্দার জেরে অধিকাংশ মানুষ লক্ষীর ছবি ও ঘটেই পুজো সারছেন। ফলে গত বছরের তুলনায় এবছর ক্রেতার সংখ্যা নগন্য। চাহিদা না থাকায় দীর্ঘ পরিশ্রমের পর উপযুক্ত পারিশ্রমিক না মেলায় হতাশ রায়গঞ্জের কাঞ্চনপল্লী, সুভাষগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দেখা যায় রায়গঞ্জ শহরের কলেজপাড়া, দেবীনগর, বিদ্রোহী মোড়, মোহনবাটি এলাকায় প্রচুর ছাঁচের ও রেডিমেড প্রতিমা নিয়ে আলোকিত করে আছেন শিল্পীরা। কিন্তু তাদের মুখে হাঁসি নেই। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকলেও অনেকেই একটি প্রতিমাও বিক্রি করতে পারননি। আগামীকাল পুজো। তাই কি হবে বুঝতে পারছেন না তাঁরা। প্রতিবছর পুজোর আগের দিন নাওয়া খাওয়া ভুলে ক্রেতাদের সামলাতে ব্যস্ত থাকতে হত। বেশ ভালো দামও পাওয়া যেত। কিন্তু এইবছর তাদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক উঠবে না বলে আক্ষেপ তাদের। বিদ্রোহী মোড়ে প্রতিমা বিক্রি করতে আসা মৃৎশিল্পী ভাষা পাল জানান, বিক্রি হচ্ছে টুকটাক। যে খরচা হয়েছে তা আমরা পাচ্ছি না। ছোট ছাঁচের প্রতিমা ৩০ থেকে ৪০ টাকা এবং বড়গুলি ৮০ থেকে ৯০ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে। করোনার কারণে অনেকেই পুজো করছেন না। সেকারণে খুব কম খরিদ্দারের দেখা মিলছে। বাধ্য হয়ে কম দামেই দিয়ে দিতে হচ্ছে। প্রায় ১৫০ প্রতিমা নিয়ে এসেছি, সবগুলি বিক্রি হবে কিনা সন্দেহে রয়েছি। আর এক শিল্পী বাসুদেব পাল জানান, লকডাউনের বাজার। তাই বুঝতে পারছি না। টুকটাক প্রতিমা বিক্রি হচ্ছে। আগামীকাল কি হবে বলতে পারছি না। গতবার যে দামে বিক্রি করেছিলাম বাধ্য হয়ে সেই দামেই প্রতিমা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বড় রেডিমেড প্রতিমা ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা এবং ছোট প্রতিমা ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এবার প্রতিমার খরচটুকু উঠবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন শিল্পীরা। এদিকে এবছর সবজি থেকে ফল সব কিছুরই দাম আকাশছোঁয়া, অভিমত ক্রেতাদের। বাঙালির প্রায় প্রতিটি ঘরেই ছোট কিংবা বড় করে হলেও লক্ষ্মী পুজো হয়ে থাকে। কিন্তু এবছর করোনা পরিস্থিতি, লকডাউনের কারণে পকেটে টান পড়েছে বাঙালির। অন্যদিকে এবছর ফল, সবজির আকাশছোঁয়া দামে অনেকেই কোনও রকমে পুজো করবেন বলে জানিয়েছেন। যারা বাজারে এসেছেন তারা, নামমাত্র আয়োজনের জন্য বাজার সেরে বাড়ি ফিরছেন।

শ্লীলতাহানির দায়ে গ্রেফতার হল তিন যুবক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ অক্টোবর ঃ পুজো মন্ডপ থেকে বাড়ী ফেরার পথে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর পথ আটকে তাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্থানীয় তিন জনের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে ওই ছাত্রীর পরিবার কোচবিহার জেলার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৌলপাড়ি গ্রামে বিজয়া দশমীর রাতে বৌলপাড়ি বাজারের পুজো মন্ডপ থেকে বাড়ী ফিরছিল দশম শ্রেণীতে পাঠরতা ওই ছাত্রী। তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী আর একজন নাবালিকাও ছিল। ঠিক সেই সময় কয়েকজন যুবক সেই নাবালিকা তরুণীর উপর চড়াও হয়ে তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এমন কি জোরপূর্বক সেই নাবালিকাকে মোটর বাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অভিযোগ। সেই সময় সেই মেয়েটি চিৎকার-চেঁচামেচি করলে স্থানীয়রা সেখানে ছুটে যায়। আর তারই মাঝে যুবকরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ঠিক এমনই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই ছাত্রীর পরিবার। সেই যুবকরা পার্শবর্তী লতাপাতা গ্রামের বাসিন্দা বলে জানা যায়। অভিযোগ পাওয়ার পরই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত তিন জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

পুলিশের ওস্তাদ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ অক্টোবর ঃ 'সাংবাদিকরা ঠিক যেন পুলিশের ওস্তাদ।' জেলা পুলিশের বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের পুলিশের ওস্তাদের সাথে তুলনা করলেন খোদ জেলা পুলিশ সুপার। বুধবার রাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠান। মূলত কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় ধরে কার্যত গৃহবন্দী অবস্থায় থাকার পর পুজোর সময়েও গৃহবন্দী ছিলেন হোমের কচিকাঁচারা। ফলে ক্রমেই তাদের মানসিক অবসাদ গ্রাস করছিলো। এদিন তাদের খানিকটা মুক্ত বাতাস নিতে এবং কোভিড যোদ্ধা হিসেবে সাংবাদিকদের সম্মানিত করার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যথাক্রমে সন্দীপ মন্ডল অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেড কোয়ার্টার) এবং ডেন্ডুপ শেরপা (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীন) এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংবাদিকরা, পৌর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য সন্দীপ মাহাতো এবং জলপাইগুড়ির দুই হোমের কচিকাঁচারা। তারা এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংবাদিকদের পুলিশের ওস্তাদের সাথে তুলনা করে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, আমরা চাকরি পাওয়ার পর যখন ট্রেনিং পিরিয়ডে ছিলাম তখন আমাদের একজন ওস্তাদ ছিলেন। যিনি আমাদের শৃঙ্খলা, পোষাক-আশাক, চালচলন, আদবকায়দা সহ অন্যান্য বিষয়ে ট্রেনিং দিতেন। আমরা যতই ঠিক করিনা কেন তার মধ্যে কোন না কোন খুত খুঁজে বের করে আমাদের সেই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ আরও ভালো কি ভাবে করা যায় তার প্রশিক্ষণ দিতেন। আমাদের সাংবাদিকরাও ঠিক ওস্তাদের মতো। আমরা যতই কাজ করি না কেন ওনারা তার মধ্যে কোন একটা দিক বের করে আমাদের আরও বেশি পার্ফেক্ট করার জন্য গঠনমূলক সমালোচনা করে থাকেন। যা আমাদের আগামীর কাজ আরও নিখুঁত করে করতে শিক্ষা দিয়ে থাকে বলে জানান তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৪১৬, তারিখ ২৭.১০.২০২০। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া নিচের বৈদ্যুতিক কাজগুলির জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নম্বর ১। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১/৩১০১। কাজের নাম ঃ** বনপাস স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারিত অংশে পিএফ সারফেস এবং পিএফ শেডে ভিডিসি কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৪৮,৪৫৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৩,০০০ টাকা। **ক্রমিক নম্বর ২। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১/৩১০২। কাজের নাম ঃ** মল্লারপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারিত অংশে পিএফ সারফেস এবং পিএফ শেডে ভিডিসি কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৪৮,৪৫৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১৩,০০০ টাকা। **ক্রমিক নম্বর ৩। টেন্ডার নম্বর ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১/৩১০৪। কাজের নাম ঃ** গুসকরা স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারিত অংশে পিএফ সারফেস এবং পিএফ শেডে ভিডিসি কাজ সহ প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১২,৫৮,৫৬৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.১১.২০২০-এ দুপুর ৩টা। টেন্ডারের বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার-দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

HWH-126/2020-21

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

কোটেশান আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

কোটেশান নোটিস নং.- ০২/২০২০-০২৫৫৫-৫৬-আরটিভিপিইউ

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কর্মাশিয়াল), লক্ষ্মৌ আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার রেজিস্টার লিজ হোল্ডারদের কাছ থেকে 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত (প্রতি আবেদনকারী/অংশগ্রহণকারী যখন জমা করবেন নিজেদের টেন্ডার দরপত্র সেখানে প্রয়োজন রেজিস্ট্রেশান প্রমানপত্র লিজ হোল্ডার হিসাবে নিজের রেজিস্ট্রেশান শংসাপত্রের ফটোকপি। যদি, কোন ক্ষেত্রে ঠিকাদারদের লিজিং পার্সেল ভ্যান (ভিপিএস) ফ্লোটিং থাকে রাউন্ট ট্রিপ ভিত্তিতে, রেজিস্টার লিজহোল্ডারদের শুরু/গন্তব্য স্টেশান ট্রেনের অংশ নিতে পারেন টেন্ডারে ফ্লোটেড হিসাবে সম্পূর্ন নততুন রেজিস্ট্রেশানে)। চুক্তির জন্য লিজিং ট্রেন নং. ০২৫৫৫/০২৫৫৬ (স্পেশাল ট্রেন) ছাড়া জেকেপি থেকে হিসার রাউন্ড ট্রিপ ভিপিইউ ৩০ দিনের মেয়াদের জন্য কোটেশান ভিত্তিতে। **ক্রম নং. ১, কাজের নাম ঃ** পার্সেল জায়গার লিজিং (পার্সেল ভ্যান), ট্রেন নং. ০২৫৫৫/০২৫৫৬ (স্পেশাল ট্রেন) ছাড়া জিকেপি থেকে হিসার চালু হবে গোরক্ষপুর স্টেশন থেকে লক্ষ্মৌ ডিভিশনের রাউন্ট ট্রিপ ভিপিইউ বহন ক্ষমতা ২৪ টন ৩০ দিনের মেয়াদে কোটেশান ভিত্তিতে। **চলাচলের দিন (ফ্রিকোয়েন্সি) ঃ** রোজ, **পার্সেল ভ্যান সংখ্যা ঃ** ০১ (এক) ভিপিইউ ২৪ টন (এলবিএইচ), **সংরক্ষিত মূল্য ০১ ভিপিইউ রাউন্ট ট্রিপ ভিত্তিতে/প্রতি দিন ঃ** টাকা, ১,৪৪,৮১৭/- (আর) প্রতি দিন/ট্রিপ + ২ % ডিসি ও অন্যান্য কর, **সংরক্ষিত মূল্য ০১ ভিপিইউ রাউন্ড ট্রিপ ভিত্তিতে/প্রতি টন/প্রতি দিন ঃ** টাকা. ৬০৩৪.০৫ প্রতি দিন/প্রতি ট্রিপ/প্রতি টন + ২ % ডিসি ও অন্যান্য কর। **স্কেল দর প্রতি কোয়াটালি. (টাকায়) ঃ** টাকা. ৪০২.২৭, **কোটেশান দর জমা ঃ** তারিখ ০৬.১১.২০২০ সকাল ১০.০০ থেকে ১৪.০০ ঘটিকা, **দর খোলার তারিখ ঃ** ০৬.১১.২০২০ বেলা ১৫.০০ ঘটিকা, **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ৩০ দিন। **সিকিউরিটি মূল্য-০১ পার্সেল ভ্যান (ভিপি)-প্রতি ভিপিইউ-র ঃ** রাশি হবে সমপরিমান ১০ শতাংশ (দশ) বার্ষিক চুক্তি মূল্যের আনুমানিক লিজ পন্য (গ্রহণকারী দর) ভিত্তিতে লিজ পার্সেল জায়গার। যা হবে কমপক্ষে টাকা ৪,০০,০০০/- (সিকিউরিটি ডিপোজিট মোডে- ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বা এফডিআর বা ডিডি এফএ ও সিএও/এনই রেলওয়ে/ জিকেপি পক্ষে), **ওয়েবসাইট ঠিকানা ঃ -https://www.ner.indianrailways.gov.in**। **দ্রষ্টব্য ঃ-** ঠিকাদারদের জমা করতে হবে রেজিস্ট্রেশান প্রমানপত্র। রেজিস্টার লিজহোল্ডার ক্যাটাগরি 'এ' ডিভিশনাল/জোনাল রেলওয়ে শুরুর স্টেশান বা গন্তব্য স্টেশান টেন্ডারে উল্লেখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/
কর্মাশিয়াল, লক্ষ্মৌ

CPRO/ C-41

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ এসএমএসের মোবাইল নং. ০৯৭৯৪৮৪৫৯৫৫

ট্রেনের মধ্যে ধূমপান করবেন না

এম এস টী সী লিমিটেড
(भारत सरकार का उपक्रम)
MSTC LIMITED
(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

CIN : L27320WB1964GOI026211;
GSTIN :19AACCM0021E1Z4
২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, ভারত
ওয়েবসাইট : www.mstcindia.co.in
ফোন : ২২৮১-৯৬২৭/৩০৮৮
ই-মেল : cosec@mstcindia.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস,২০১৫-র ২৯ নং ধারা ও ৪৭ নং ধারাকে একত্রে অনুসরণ করে, আগামী ০৯ **নভেম্বর,** ২০২০ তারিখ **সোমবার** কলকাতায় ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে, সেইসঙ্গে, ৩০সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং ষাণ্মাসিকে কোম্পানির অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং এককৃত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে। এছাড়াও উক্ত তথ্যটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.mstcindia.co.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.nseindia.com** ও **www.bseindia.com**-তেও পাওয়া যাবে।

এমএসটিসি লিমিটেডের পক্ষে
স্বা:
(অজয় কুমার রায়)
কোম্পানি সেক্রেটারি
এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.১০.২০২০

हर एक काम देश के नाम

ডুরোপ্লাই ইন্ড্রাস্ট্রিস লি.
(পূর্বে ঃ সারদা প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লি.)
রেজি অফিস ঃ ৯ ফিয়ার্স চার্চ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L20211WB1957PLC023493
www.duroply.in E-Mail: corp@duroply.in
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৬৫২২৭৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ৪ নভেম্বর, ২০২০ কোম্পানির কর্পোরেট অফিসে ১১৩ পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬, ইন্টার-আলিয়া, বিবেচনা এবং অনুমোদন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক বা অর্ধবর্ষ শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০।
উল্লেখিত নোটিশ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.duroply.in** থেকে এবং আরও পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** থেকে।

ডুরোপ্লাই ইন্ড্রাস্ট্রিস লি.-র পক্ষে
(আর.কে. মুরারকা)
সিএফও ও কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২০

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L15495WB1911PLC002275
রেজি. অফিস ঃ 'স্যার আরএনএম হাউস' ৪র্থ ফ্লোর, ৩বি, লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ ৪০৬৬১৫৯০-৯৩, ২২৪৮৮৬৭২ ফ্যাক্স ঃ ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেল ঃ contactus@dianatea.in
ওয়েবসাইট ঃ www.dianatea.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় কলাকায় অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে, ইন্টার-আলিয়া থেকে বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ স্বতন্ত্র এবং একত্রীকরণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষ সমাপ্তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০।
আরও তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.dianatea.in এবং বিএসই লি. ওয়েবসাইটে www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত।

ডায়না টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- অনুশ্রী বিশ্বাস
কোম্পানি সচিব ও সহযোগী আধিকারিক
সদস্যপদ নং. ৪০৮২১

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২০

ইয়াশমান দীপক লিমিটেড
Corporate Identity Number: L67120WB1975PLC029901
রেজিস্টার অফিস ঃ ২য় ফ্লোর ৬৭/৪৯, স্ট্র্যান্ড রোড, পোস্তা, কলকাতা-৭০০০০৭
ই-মেল ঃ **yashmandeepakltd@gmail.com**
ওয়েবসাইট ঃ **www.yashmandeepak.com**
যোগাযোগ নং. ৯৭২১১৫৬৬৯৩, ৯৮৩৯০৩৪৪৪২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২০ কোম্পানির প্রশাসনিক অফিসে ৪৯ মিগ, রতনলাল নগর, কানপুর-২০৮০২২, বেলা ৩.০০ ঘটিকায় বিবেচনা এবং অনুমোদন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষ শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ইয়াশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /- (সুপ্রিত কউর)
কোম্পানি সচিব
সদস্য নং. এ৪৬২৬৭

স্থান ঃ কানপুর
তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২০

টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
CIN : L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ complianceofficer@tspritualworld.com,
ওয়েবসাইটঃ www.tspritualworld.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ৪.০০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির বন্ধ থাকবে ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত ।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.tspritualworld.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
টি স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
হনুমানমল হিন্দুমল সিংঘি
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 06398451)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২০

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লি.
CIN : L51109WB1982PLC035565
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেলঃ info@goldencrest.in,
ওয়েবসাইটঃ www.goldencrest.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ২.০০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২৯, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির বন্ধ থাকবে ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত ।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.goldencrest.in) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশান অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07799934)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২০

লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড
CIN : L45209WB1982PLC034804
রেজি. অফিস ঃ ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং. ১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেলঃ info@likhamiconsulting.com,
ওয়েবসাইট ঃ ww.likhamiconsulting.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে সোমবার, ৯ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, রুম নং. ১, ২য় ফ্লোর, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির বন্ধ থাকবে ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত ।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(ww.likhamiconsulting.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
লিখামি কনসালন্টিং লিমিটেড
প্রদীপ কুমার ঘোষ
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07799909)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২০

মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
CIN : L17297WB1981PLC034226
রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ৪০৭, ৪ র্থ ফ্লোর, পারমিসিস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@mavensbiotech.com,
ওয়েবসাইটঃ www.mavensbiotech.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ১১.০০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে রুম নং. ৪০৭, ৪ র্থ ফ্লোর, পারমিসিস নং. ৪, ক্লাইভ রো, কলকাতা-৭০০০০১, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা কোম্পানির নিরাপত্তা লেনদেনের জন্য বন্ধ হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য যা কোড অফ কন্ডাক্ট অধীন এবং বন্ধ থাকবে ১ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ১২ নভেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত ।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.mavensbiotech.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
মাভেন্স বায়োটেক লিমিটেড
কুলদীপ দোশী
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 07116760)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২০

শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
CIN : L99999WB1982PLC035576
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@shreetulsionline.com,
ওয়েবসাইটঃ www.shreetulsionline.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ৩.৩০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে ০১ অক্টোবর, ২০২০ এবং বন্ধ থাকবে ১২ নভেম্বর, ২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত উল্লেখিত ফলাফল ঘোষনার জন্য।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.shreetulsionline.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com, www.msei.in এবং www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
শ্রী তুলসী অনলাইন.কম লিমিটেড
বিনোদ কুমার বোথরা
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN : 00780848)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২০

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
CIN : L24230WB1982PLC034492
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেলঃ investors@adinathbio.com,
ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫ কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে মঙ্গলবার, ১০ নভেম্বর, ২০২০ বেলা ১.৩০ ঘটিকায় রেজিস্টার অফিসে ৪ এন.এস. রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, বিবেচনা এবং গ্রহণ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ২য় ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য বিষয় সিদ্ধান্ত অনুসারে।
আরও, বানিজ্যিক জানালা অধীন সেবি (আভ্যন্তরীন বানিজ্যের বন্দোবস্ত) ধারা, ২০১৫ সঙ্গে পড়তে হবে কোড অফ কণ্ডাক্ট যা কোম্পানি দ্বারা সূচিত সমস্ত পদাধিকারী এবং তাদের অনুসারী কোম্পানির ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে ০১.১০.২০২০ এবং বন্ধ থাকবে ১২.১১.২০২০ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত উল্লেখিত ফলাফল ঘোষনার জন্য।
আর বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে -(www.adinathbio.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com)।

বোর্ডের আদেশানুসারে
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড
কিষান সিং
সর্বক্ষণের পরিচালক
(DIN:07526266)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮.১০.২০২০